উপদেষ্টা
ডঃ আমিনুর রেজা চৌধুরী
ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহিম
ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডঃ হুমায়ুন আহমেদ
ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল

সম্পাদনা উপদেষ্টা
মোঃ আবদুল কাদের

সম্পাদক
এস, এ, বি, এম, বদরুদ্দোজা

নির্বাহী সম্পাদক
খোন্দকার নজরুল ইসলাম

প্রধান নির্বাহী
ভূঁইয়া ইনাম লেনিন

সহযোগী সম্পাদক
জাকারিয়া স্বপন

সহকারী সম্পাদক
মইনউদ্দীন স্বপন
মুঃ তারেকুল মোমেন চৌধুরী

সম্পাদনা সহযোগী
• এম, আর সিদ্দিকি • শা, সা, • অপু
• শেখ, এ, সাহিদ • বাদল হক
• আসিফ মাহমুদ • মোস্তফা আনোয়ার
• এইচ এস ফিরোজ • মাসুদ • সমর মিত্র
• শীনা ইনাম • রেহানা আক্তার
• কারুক • জহির হোসেন

বিদেশ প্রতিনিধি
ডঃ মুহাম্মদ জাফর ইকবাল - আমেরিকা
তানভীর আহমেদ লেলিন - আমেরিকা
আজাদুল হক - আমেরিকা
ডঃ এস, মাহমুদ - বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী - অস্ট্রেলিয়া
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান - পাকিস্তান
হাচনুর রশিদ - জাপান
এস, বানার্জী - ভারত
রেজোয়ান স্পুটনিক - ভারত
আঃ কঃ মোঃ শামসুজ্জোহা - সিংগাপুর
এন, এম, জামাল - সুইডেন

শিল্প নির্দেশনা : আহসান হাবীব
ক্যামেরা : ইয়াসীন বাবুল

কমপিউটার কম্পোজ :
কমপিউটারলাইন
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
ফোন : ৫০ ৬৪ ৮৫

মুদ্রণ :
ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০ - ৫১ বেগম বাজার, ঢাকা।

প্রকাশক : নাজমা কাদের
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
ফোন : ৫০ ৬৪ ৮৫

দাম প্রতি কপি পনের টাকা

গ্রাহক (সাধারণ ডাকে) হবার জন্য বার্ষিক সডাক দেড় শত টাকা, এবং রেজিস্ট্রি ডাকে দুইশত টাকা, যান্মাসিক আশি টাকা (সাধারণ ডাক) মানি অর্ডার, চেক, ব্যাংক ড্রাফট-এ "কমপিউটার জগৎ" নামে ১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সম্পাদকের দফতর থেকে

মাসিক
কমপিউটার জগৎ
অক্টোবর ১৯৯২

প্রযুক্তির দাসত্বমুক্তির নবীন সেনাদল

দেশের প্রথম কমপিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা সমাজের সামনে হাজির করেছে কমপিউটারের বিস্ময়কর শিশু, দুরন্ত কিশোর, সাহসী ও প্রত্যয়ী সংগঠক তরুণদের। এত সম্ভাবনা ধারণ করে আছে আমাদের এ দেশ-কাল-সমাজ, নৈরাজ্যের ডামাডোলে এতদিন তা নজরেই আসেনি। কমপিউটার জগৎ এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে নতুন সাহসে সমৃদ্ধ হয়েছে নিজেও। তার কারণ, দুটি। এর একটি হলো জড়তামুক্তি, দ্বিতীয়টি দাসত্বমুক্তি সম্ভাবনা। উদ্যমহীন জড়তায় আমাদের শিক্ষিত সামর্থ্যবান প্রবীণ প্রজন্ম যখন শিল্প-বাণিজ্য-প্রশাসণকে নিশ্চল পাষাণপুরী করে তুলেছেন, তখন সকলের ভালবাসার পাত্র হিসাবে শিশুরা কোন ভূমিকা ও ভণিতা ছাড়াই এ বার্তা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন, এ জাতির সম্ভাবনা আছে এবং তা সর্বাধুনিক প্রযুক্তি দিগন্তে। আমাদের প্রবীণ ও বয়স্কদের ব্যর্থতা, সংশয় ও ভীরুতায় এ জাতির উপর প্রযুক্তির চিরদাসত্বের যে জটাজাল এগিয়ে এসেছে, তার সামনে অকুতোভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে জাতীয় সম্মান উদ্ধারের মত তরুণ সংগঠকসহ একদল দেবশিশুর মত সাহসী নবীণ প্রযুক্তি যোদ্ধার উন্মেষ লক্ষ্য করছি আমরা।

মাত্র দু'মাস আগে মতিঝিলে দাঁড়িয়ে একজন আহত মুক্তিযোদ্ধা কমপিউটারবিদ বিশ্বপরিসরে চলমান প্রযুক্তির ঝড়ের মধ্য দিয়ে বিকাশমান দুরূহ ও জটিল প্রয়োগ প্রযুক্তির উল্লেখ করে বলেছিলেন, বিশ্বমানের সেরা কিছু কমপিউটার মেধা আমাদের থাকলেও জাতীয় লক্ষ্যহীনতা ও প্রশাসনের উদ্যমহীনতায় প্রযুক্তিগত দাসত্বের নিগড়ে চিরদিনের জন্য আমরা বাঁধা পড়তে যাচ্ছি। এ শংকা অমূলক নয়। লক্ষপ্রাণের বিনিময়ে পতাকা ভূখণ্ডে স্বাধীনতা অর্জন করেও অর্থনৈতিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক দাসত্বে আমরা মলিন। প্রযুক্তিগত দাসত্ব এ অস্তিত্বকে আরও ম্রিয়মান করছে। এর বিরুদ্ধে নানা পর্যায়ে সংগ্রাম করছে নতুন প্রজন্ম। কমপিউটারে হাত রেখে যে শিশু, কিশোর, তরুণেরা এগিয়ে আসছে, তারা এ লড়াই-এর সবচাইতে সম্ভাবনাময় যোদ্ধাদল। প্রযুক্তিগত দাসত্ব থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য এ তরুণ ও নবীনদের গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্র, সরকার, সংস্থা ও পথিকৃৎদের পক্ষ থেকে পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা ছাড়াও যা দরকার, তাহলো ভবিষ্যতের উপর বিশ্বাস।

আজ বাংলার যে কমপিউটারবিদগণ পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সফল প্রযুক্তিবিদ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁরা তাদের কলেজ ও ভার্সিটি জীবনে কমপিউটার দেখেননি বা স্পর্শ করেননি। আজ শিশু-কিশোরেরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল স্তরে থাকতেই কমপিউটারে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক চেষ্টায় সরাসরি বিস্ময়কর নৈপুণ্য অর্জন করেছে। এরা যদি আর দশ বছর লক্ষ্য নিষ্ট বিকাশের সুযোগ পায়, তাহলে ২০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিশ্বকাঁপানোর মত তরুণ কমপিউটারবিদে এ হতভাগ্য দেশ আবার ভরে উঠতে পারে। যে নতুন প্রজন্ম আজ জাতির সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে, বিদেশী পুঁজি ও প্রযুক্তি তাদেরকে এ দেশের উপর প্রযুক্তির দাসত্বের নিগড় যাপনের জন্য ব্যবহার করবে নাকি জাতি তার আপন সন্তানদের প্রযুক্তিগত দাসত্ব মুক্তির মুক্তিসেনা হিসাবে ব্যবহার করবে— সে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্মধার, লক্ষ্য প্রণেতা, প্রশাসক ও জাতীয় উদ্যোক্তাদের।

আমাদের প্রবীণ, তরুণ ও নবীন প্রজন্মের সামনে আজ তাই প্রশ্ন, আমরা প্রযুক্তির দাস হবো না। প্রযুক্তির প্রভু হয়ে স্বাধীনভাবে বিশ্বপরিসরে জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হবো। প্রবীণ প্রজন্ম তাদের ব্যর্থতার গ্লানি দিয়ে নবীনদের বিকাশের পথকে গ্লানিকর না করে স্বাধীন ও সাহসী বিকাশের সবল, স্বচ্ছন্দ, সৃষ্টিশীল ক্ষেত্র গড়ে তুলতে পারেন। সে লক্ষ্যে পারস্পরিক সহযোগিতায় সমবেত হয়ে নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলার জন্য আমরা শিল্পবাণিজ্য, অর্থনীতি, প্রযুক্তির রাজ্যের প্রবীনদের দায়িত্বশীল অভিভাবকত্ব ও নেতৃত্ব প্রত্যাশা করছি।

প্রচ্ছদ শিল্পী : কবির আহমেদ।